# 334296 - ক্রীড়ায় বাজি ধরা সংক্রান্ত কোনো অ্যাপ ডেভেলপ করার হুকুম

প্রশ্ন

আমি একজন প্রোগ্রামার। জনৈক ক্লায়েন্ট আমাকে তার জন্য একটি অ্যাপ ডেভেলপ করে দিতে বলে। এই অ্যাপ খেলাধুলার বাজির সংবাদ কোনো একটা ওয়েবসাইট থেকে টেলিগ্রামের গ্রুপে পৌঁছে দেবে। আমি তাকে এই বাজির ধরন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে বলল যে এটা জুয়া থেকে ভিন্ন। এখানে কোনো অর্থ-সম্পদের ক্ষতি নেই। অ্যাপ শুধুমাত্র বাজির আপডেট দেয়। আমি বিষয়গুলো ভালোমত বুঝি না। এখানে থাকা বিভিন্ন খেলার মধ্যে আমি তীর নিক্ষেপও দেখেছি। উল্লেখ্য, খেলার ধরন ক্লায়েন্টই নির্ধারণ করে। এ ধরনের কাজের হুকুম কী? এটি কি হারাম হবে, যেহেতু অধিকাংশ খেলার ক্ষেত্রে বাজি ধরা জায়েয নেই?

উত্তরের সংক্ষিপ্তসার

এ ধরনের বাজিতে অর্থ ব্যয় করা জায়েয নেই, হোক সেটি প্রতিযোগীদের কারো পক্ষ থেকে কিংবা অন্য কারো পক্ষ থেকে। কোনো কিছুর পূর্বাভাসের সঠিকতার বাজি ধরাও জায়েয নেই, যদিও সেটি অর্থ ছাড়া হয়ে থাকে। কেননা এতে করে গায়েবের ব্যাপারে আন্দাজ করা হয়। এ ধরনের বাজির সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো কিছুর ডেভেলপ (প্রোগ্রামিং) করাও জায়েয নেই।

বিস্তারিত উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

ক্রীড়া জুয়া (স্পোর্টস বেটিং) বলতে বোঝানো হয়: কোনো নির্দিষ্ট ম্যাচ বা প্রতিযোগিতায় কে জয়ী হবে, এ বিষয়ে একদল মানুষের অনুমান বা পূর্বাভাস। এ ধরনের বাজি হারাম, তা অর্থের উপর হোক বা পুরস্কারের উপর হোক কিংবা বিনামূল্যেই হোক। এর কারণ হলো:

১- এটি মিথ্যা ধারণার উপর ভিত্তি করে আন্দাজ করা। কারণ সে কীভাবে জানবে যে ফলাফল ঠিক এই অনুপাতে হবে, যেমনটি সে অনুমান করছে?

২- যদি এই বাজি অর্থ বা পুরস্কারের উপর হয়, যা পরাজিত ব্যক্তির কাছ থেকে নেওয়া হয়, তবে তা নিষিদ্ধ জুয়া। আর যদি তা তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে নেওয়া হয়, তবে তা এমন বিষয়ে বিনিময় গ্রহণ যেখানে বিনিময় গ্রহণ করা বৈধ নয়।

প্রকৃতপক্ষে বিনিময় বা পুরস্কার গ্রহণ করা ব্যতীত দৌড়, উটদৌড় ও তীর নিক্ষেপে প্রতিযোগিতায় এবং সেগুলোর অনুরূপ সে সকল বিষয়ে যা দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও প্রচারে সহায়ক; যেমন: কুরআন, হাদীস ও ফিকহ বিষয়ক প্রতিযোগিতা। এর দলীল হলো আবু দাউদ (২৫৭৪), তিরমিযী কর্তৃক হাসান হিসেবে গণ্য (১৭০০) এবং ইবনে মাজাহ (২৮৭৮)-তে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিস, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "তীর, উট ও ঘোড়া ছাড়া অন্য কিছুর উপর পুরস্কার (সাবাক) নির্ধারণ নেই।"[শাইখ আলবানী সহীহ আবু দাউদ ও অন্যান্য গ্রন্থে এটিকে সহিহ বলেছেন]

'সাবাক' বলতে বোঝায়: যে ব্যক্তি জয়ী হবে তার জন্য নির্ধারিত পারিশ্রমিক বা পুরস্কার। ইবনুল আসীর তাঁর 'আন-নিহায়া' (২/৮৪৪) গ্রন্থে বলেন: "যে অর্থ প্রতিযোগিতার উপর জামানত হিসেবে নির্ধারিত হয়।"[সমাপ্ত]

সিন্দী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: "খাত্তাবী বলেছেন: প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অর্থ গ্রহণ করা বৈধ নয়, কেবল এই দুইটি ক্ষেত্রে ছাড়া: উট ও ঘোড়া। একই হুকুমের অধীন হওয়ায় যুদ্ধের অন্যান্য সরঞ্জামকেও এ দু'টোর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কারণ এসব ক্ষেত্রে পুরস্কার দেয়াটা জিহাদের প্রতি উৎসাহ ও আগ্রহ তৈরী করে।"[হাশিয়াতুস সিন্দী আলা সুনান ইবন মাজাহ (২/২০৬) থেকে উদ্ধৃত]

ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ তাঁর 'আল-ফুরুসিয়া' গ্রন্থে (পৃ. ৩১৮) বলেন:

'এগারো নম্বর মাসআলা: কুরআন, হাদীস, ফিকহ ও অন্যান্য উপকারী জ্ঞান মুখস্থ করার প্রতিযোগিতা এবং মাসআলায় সঠিক উত্তর দেওয়ার প্রতিযোগিতা করা এগুলো কি বিনিময় (পুরস্কার) নিয়ে জায়েয?

ইমাম মালিক, আহমদ ও শাফেয়ীর অনুসারীরা এটিকে নিষিদ্ধ বলেছেন। আর ইমাম আবু হানীফার অনুসারীরা ও আমাদের শায়খ এটিকে বৈধ বলেছেন। ইবনে আব্দুল বার এ মতটি ইমাম শাফেয়ি থেকেও বর্ণনা করেছেন। এটি জাল বোনা, কুস্তি খেলা ও সাঁতারের চেয়েও প্রাধান্য পাওয়ার অধিক উপযুক্ত। অতএব, যারা এগুলোর উপর বিনিময়সহ প্রতিযোগিতা করা বৈধ মনে করে, তবে জ্ঞানভিত্তিক প্রতিযোগিতা বৈধ হওয়া আরও অধিক উপযুক্ত। এটি সেই ঘটনার অনুরূপ, যখন সিদ্দীক (আবু বকর) কুরাইশ কাফিরদের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সংবাদ দিয়েছিলেন সে সংবাদের সত্যতার উপর বাজি ধরেছিলেন। ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে এটি 'মানসুখ' হওয়ার পক্ষে কোনো শরয়ি দলিল নেই এবং জুয়া হারাম হওয়ার পরও সিদ্দীক তাদের কাছ থেকে জামানত গ্রহণ করেছিলেন। দ্বীনের প্রতিষ্ঠা প্রমাণ উপস্থাপন করা ও জিহাদ করার মাধ্যমে সাধিত হয়। সুতরাং যদি জিহাদের সরঞ্জামের উপর বাজি ধরা বৈধ হয়, তবে ইলমের ক্ষেত্রে তা বৈধ হওয়া আরো অধিক যুক্তিযুক্ত। এ মতটিই প্রাধান্যপ্রাপ্ত।"[সমাপ্ত]

এছাড়া 'আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়া' (২৩/১৭১)-তে বলা হয়েছে:

'রিহান (বাজি) শব্দটির একাধিক অর্থ রয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো:

ঝুঁকি বা জুয়া: ‘লিসানুল আরব’-এ এসছে: ‘রহিান’ ও ‘মুরাহানা’ মানে ঝুঁকি গ্রহণ করা। বলা হয: সে অমুক বষিয়ে তার সঙ্গে বাজি ধরছে, তারা পরস্পর বাজি ধরছ এবং তারা নজিদেরে মধ্যে ঝুঁকি স্থাপন করছে।

এই অর্থে বাজরি একটি রূপ হলো: দুই ব্যক্তি বা দুই দল এমন একটি বষিয়ে বাজি ধরা যা হওয়াও সম্ভব, আবার না হওয়াও সম্ভব। যমেন উভয়ে বলল: যদি আগামীকাল বৃষ্টি না হয, তবে তুমি আমাকে অমুক পরমিাণ অর্থ দবে। আর যদি বৃষ্টি হয, তবে আমি তোমাকে ততটা অর্থ দবে।

ইসলামরে বধিান অনুসারী ফকীহদরে ঐকমত্যে এই অর্থে বাজি ধরা হারাম, সে ব্যক্তি মুসলমি হোক বা যম্মিি হোক; কারণ প্রত্যকেইে এখানে লাভ বা ক্ষতরি মধ্যে ঝুলে থাকে। আর এটি হারাম জুয়ারই একটি রূপ।”[সমাপ্ত]

‘ফাতাওয়াল লাজনাহ আদ-দায়মিাহ’ (১৫/২৩৯)-এ এসছে:

‘প্রশ্ন: যে বাজকিে ‘হক’ বলা হয়, তার বধিান কী? আর যদি তা এক পক্ষ থকেে হয, যমেন কউে বলল: যদি এই কাজটি সম্পন্ন হয, তবে তোমাদরে উপর আমার ‘হক’ (অধকিার) হবে যে আমি তোমাদরেকে দাওয়াত দবে। এমন বাজরি বধিান কী? আল্লাহ আপনাদরে উত্তম প্রতদিান দনি।

উত্তর: শরীয়ত যে বষিয়গুলোকে ব্যতক্রিম ঘোষণা করছে সগেুলো ছাড়া অর্থরে ভত্তিতিে বাজি ধরা বধৈ নয়। ব্যতক্রিমগুলো হলো: ঘোড়দৌড়, উটদৌড় ও তীর নক্ষিপেরে প্রতযিোগতিা। এগুলো ছাড়া অন্যান্য সব ধরনরে বাজতিে অর্থ গ্রহণ করা বধৈ নয়। কারণ তা অন্যায়ভাবে সম্পদ ভক্ষণ এবং সইে জুয়ার অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল হারাম করছেনে। আর কউে যদি বলে: ‘যদি আমার এ কাজটি হয়ে যায় তবে তোমাদরে জন্য আমার উপর অমুক বষিয় আবশ্যক হবে’, এটি প্রতশ্রিুতরি অন্তর্ভুক্ত। সম্ভব হলে এই প্রতশ্রিুতি পূরণ করতে হবে।

আল্লাহই তৌফকিদাতা। আমাদরে নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরবিারবর্গ ও সাহাবীদরে উপর দরূদ ও সালাম বর্ষতি হোক।

ফতোয়া ও ইলমী গবষেণা বষিয়ক স্থায়ী কমটিি

বকর ইবনে আবদুল্লাহ আবু যাইদ ... সালহি ইবনে ফাওযান আল-ফাওযান ... আব্দুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ আলুশ-শাইখ ... আবদুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবন বায’[সমাপ্ত]

শাইখ ইবন বায রাহমিাহুল্লাহুকে জজ্ঞিাসা করা হয়ছেলি:

“কছিু মানুষ বাজি ধরে এবং বলে: যদি এমন হয় তবে আমি তোমাকে অমুক অমুক মূল্যরে জনিসি দবে। আর বপিরীত হলে তুমি দবে। এটাকে তারা বাজি বলে। এটি কি হালাল; নাকি হারাম?”

তনিি উত্তর দনে:

“এটি হালাল নয; বরং হারাম। এটি জুয়ার অন্তর্ভুক্ত বাজি। আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে বলছেনে:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি, ভাগ্য নির্ণয়রে তীর এগুলো বস্তুত শয়তানরে এক একটি ঘৃণ্য কাজ; অতএব, এসব থকেে দূরে থাক, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।’[সূরা মায়দো: ৯০]

‘মাইসরি’ হলো ‘জুয়া’। যমেন বলা হয: যদি এমন হয তবে এমন, আর যদি এমন হয তবে তমেন। অথবা বলা হয: যদি অমুক ব্যক্তি আসে তবে তোমার জন্য অমুক, আর যদি না আসে তবে তোমার বরিুদ্ধে অমুক। অথবা বলা হয: যদি তোমার কাছে যা আছে তা পাথর হয বা সোনা হয় (তাদরে মধ্যে যে বষিয়ে মতভদে হয তার উপর ভত্তিি করে)। অর্থাৎ এ ধরনরে সব বাজইি জুয়ার অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: ‘তীর, উট ও ঘোড়া ছাড়া অন্য কছিুর উপর পুরস্কার নির্ধারণ নইে।’

আর ‘সাবাক’ মানে হলো বনিমিয বা পারশ্রিমকি। অর্থাৎ: তীর নক্ষিপে, উটদৌড় ও ঘোড়দৌড় ছাড়া অন্য কছিুর ক্ষত্রেে কোনো বনিমিয নইে। মানে তীর নক্ষিপে প্রতযিোগতিায, ঘোড়ার দৌড়রে বা উটরে দৌড়রে প্রতযিোগতিায়।

কন্তিু ইলমী প্রতযিোগতিা এ শ্রণেীর নয। বরং তা জ‘িআলা (ঘোষতি পুরস্কারপ্রাপ্তি)-শ্রণেীর অন্তর্ভুক্ত। যমেন কউে বলল: যে ব্যক্তি কুরআন বা সুন্নাহ থকেে অমুক অমুক বষিয শখিবে বা অমুক কতিাব থকেে শখিবে, তাকে এই এই দওেয়া হবে। এটি জ‘িআলার অন্তর্ভুক্ত। এটি পারশ্রিমকি শ্রণেীর অন্তর্ভুক্ত। অথবা কুরআন বা সুন্নাহ থকেে প্রশ্ন করা হলো, যে উত্তর দবেে তাকে এই এই দওেয়া হবে। এটি শক্ষিাদানরে অন্তর্ভুক্ত, কল্যাণরে দকিে দকিনর্দিশেনার অন্তর্ভুক্ত এবং ইলমরে প্রতি উৎসাহ দওেয়ার অন্তর্ভুক্ত। এটা হারামরে অন্তর্ভুক্ত নয। কারণ এটি ইলম অর্জনে উৎসাহ দান ও কল্যাণরে দকিে আহ্বানরে জন্য। জ‘িআলা (পুরস্কার) ও পারশ্রিমকি প্রদান ইলম অর্জনে সহায়ক হয। অন্যদকিে বাজি হলো প্রতদ্বিন্দ্বতিামূলক লড়াই। এক্ষত্রেে একজন বলে এক কথা, আরকেজন বলে আরকে কথা।”[ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব (১৯/৩০০) থকেে সমাপ্ত]

সারকথা হলো:

এই ধরনরে বাজতিে কোনো বনিমিয বা পুরস্কার দওেয়া বধৈ নয, তা প্রতযিোগীদরে কোনো একজনরে পক্ষ থকেে হোক বা তাদরে বাইরে ভন্নি কারো পক্ষ থকেে হোক।

এছাড়া পূর্বাভাসরে সঠকিতা নযিে বাজি ধরাও বধৈ নয, এমনকি অর্থ ছাড়া হলওে। কারণ এটি অদৃশ্য বষিয়ে আন্দাজ করার

অন্তর্ভুক্ত। আর এ ধরনরে বাজরি সঙ্গে সম্পর্কতি কোনো প্রোগ্রাম (অ্যাপ) ডভেলেপ করাও বধৈ নয়।

আমরা এ বষিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, বধৈ ঘোড়দৌড় বা তীর নক্ষিপে প্রতযিোগতিার অর্থ হলো: দু'জন ব্যক্তি তাদরে নজিদেরে ঘোড়া নযি়ে দৌড় প্রতযিোগতিা করবে অথবা তাদরে নজিদেরে তীর দযি়ে প্রতযিোগতিা করবে যে কে লক্ষ্যভদে করতে পার। উদ্দশ্যে হলো প্রতযিোগতিা করা, প্রতযিোগীদরে মধ্যে কে জতিবে তার উপর বাজি ধরা নয়।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।